বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

পবিত্র মহররম মাসের গুরুত্ব ও করনীয়

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া
রাহমাতুল্লাহি ওয়া
বারাকাতুহ

Sisters’Forum In Islam

পবিত্র এই মুহররম মাস মনে করিয়ে দেয় সত্যের পথে টিকে থাকার জন্য যারাই চেষ্টা চালিয়েছে মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন, রক্ষা করেছেন ও সফলতা দান করেছেন। আর সত্যিকার ঈমানদারেরা তখন মহান রবের কৃতজ্ঞতায় আরো বেশী ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন।

মহান আল্লাহ বলেন,
আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা সহকারে তার মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।সূরা আস সাজদাহ: ১৫

Sisters'Forum

In Islam

তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা (আল্লাহর বিধান ও হিদায়াতকে) মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।এটি মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।সূরা আলে ইমরান: ১৩৭-১৩৯

Sisters'Forum
In Islam

একনজরে মুহাররম মাসের ঘটনাবলী

১। এ মাসকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্মানিত ঘোষনা করেছেন,
আল্লাহর মাস বলেছেন এবং এই মাসের সাওম আল্লাহর কাছে প্রিয়।

২। ইসলামের ইতিহাসের ক্যালেন্ডার অর্থাৎ বছরের প্রথম মাস হিসেবে গননা শুরু। যা আমাদের রাসূল স. সহ মুমিন মুহাজিরদের ত্যাগ তিতিক্ষার কথা স্মরন করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য,প্রিয় রাসূল স.এর ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়ে নিজের প্রিয়জন,প্রিয় বাসস্থান,আত্মীয়-স্বজন ও জন্মভূমিকে ত্যাগ করে ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমরা ও মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রিয় নবী স. মদিনায় চলে এসেছিলেন যাকে হিজরত বলা হয়।

৩। অত্মাচারী শাসক ফেরাউনের কবল থেকে প্রিয় নবী মুসা আ. ও বনী ইসরাইল জাতীকে রক্ষা করেছিলেন। মুসা আ. এই শাসক ফেরাউওনকে আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু শাসক গোষ্ঠী সেই দাওয়াত গ্রহন না করে মুসা আ. ও তাঁর অনুসারীদের পাকড়াও করেছিল। মহান রবের অশেষ মেহেরবানীতে ফেরাউনের কবল থেকে মুসা আ. উদ্ধার পেয়েছিলেন। তাই মহান আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে মুসা আ. সাওম রেখেছিলেন।

৪। এইদিনেই হযরত ইমাম হুসাইন রা. ইসলামের ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা,তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তন যেন না আসে সেই, খিলাফাতের ধারা বজায় যেন থাকে,সেই জন্য সত্যের ধারক হয়ে কারবালায় শহীদ হয়েছিলেন।

হিজরী সন গননা কেনো ও কখন থেকেঃ---------

যে মসজিদে প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তেতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদটি দাঁড়ানোরই (ইবাদতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন৷ সেখানে এমন লোক আছে যারা পাক -পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন৷ সূরা তওবা, আয়াত : ১০৮)

হিজরতের বছর গননা সেইদিন থেকেই।

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) লিখেছে, 'সাহাবায়ে কেরাম বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে হিজরতকে প্রাধান্য দিয়েছেন সুরা তাওবার ১০৮ নম্বর আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে প্রথমদিন থেকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে। এই 'প্রথমদিন' ব্যাপক নয়। এটি রহস্যাবৃত। এটি সেই দিন, যেদিন ইসলামের বিশ্ব জয়ের সূচনা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিরাপদে, নির্ভয়ে নিজ প্রভুর ইবাদত করেছেন। মসজিদে কুবার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ফলে সেদিন থেকে সন গণনার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম মতৈক্যে পৌঁছেছেন। এ ছাড়া মহানবী (সা.)-এর জন্ম, নবুয়ত, হিজরত ও ওফাত এ চারটির মাধ্যমে বর্ষ গণনা করা যেত। কিন্তু জন্ম ও নবুয়তের সন নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে, আর মৃত্যু শোকের স্মারক। তাই অগত্যা হিজরতের মাধ্যমেই বর্ষ গণনা শুরু করা হয়। (ফতহুল বারি : ৭/২৬৮)

Sisters'Forum
In Islam

হিজরত' ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হিজরত শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। হিজরতের সাধারণ অর্থ আল্লাহর সন'ষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু, স্থান বা ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এই অর্থটি ব্যাপক। এই ব্যাপক অর্থেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তরজমা) 'প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর বারণকৃত বস্তুকে পরিত্যাগ করে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১০)

অপর একটি হাদীসে এসেছে, নবীজীকে প্রশ্ন করা হল, কোন হিজরত উত্তম? তখন তিনি বললেন, তোমার রবের অপছন্দীয় বস্তু ছেড়ে দেয়া। মুসনাদে আহমদ ২/১৬০ হাদীস : ৬৪৮৭

মাস হিসেবে মহররম কেনো ১মঃ

Sisters'Forum
In Islam

মহানবী (সা.)-এর হিজরতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আরবি রবিউল আউয়াল মাসে। তাহলে হিজরি ক্যালেন্ডারে প্রথম মাস হিসেবে মহররমকে নির্বাচন করার কারণ কী? এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের দিন থেকেই বর্ষ গণনা শুরু করলেন। আর মহররমকে প্রথম মাস হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। কেননা তৎকালীন আরবে মহররমই প্রথম মাস হিসেবে পরিচিত ছিল। জনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে বিঘ্ন না হয়, সে জন্য এটিকে পরিবর্তন করা হয়নি। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/৫১৩)।

আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) লিখেছেন, রবিউল আউয়ালকে বাদ দিয়ে মহররম থেকে সন গণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা হিজরতের সূচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে মহররম থেকে। আর আকাবার দ্বিতীয় শপথও হয়েছে মধ্য জিলহজে। আর আকাবার দ্বিতীয় শপথ হিজরতকে ত্বরান্বিত করে। আর এ ভাঙা মাসের পর নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে মহররম মাসে। তাই একে দিয়েই বছর গণনা শুরু করা হয়েছে। আমার জানা মতে, এটিই শক্তিশালী অভিমত। (ফতহুল বারি : ৭/২৬৮)।

মহররম মাসের গুরুত্বঃ

Sisters'Forum
In Islam

আশহুরে হুরুম তথা হারামকৃত মাস চতুষ্টয়ের অন্যতম। আশহুরে হুরুম সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন,

নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজেদের উপর কোন জুলুম করো না। সূরা তাওবা: ৩৬

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

বছর হলো বারোটি মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি অতি সম্মানিত। তিনটি পর পর লাগোয়া যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহররম আর (চতুর্থটি হলো) জুমাদাস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব। আল বুখারি: ২৯৫৮

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রামাদানের পর সর্বোত্তম সাওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহররম (মাসের সাওম)। সহিহ মুসলিম:১৯৮২

মহররম মাসে করনীয়-১

১। কৃতজ্ঞতা পেশঃ

এ মুক্তির পর তিনি সাওম পালন করে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা নেক আমল হল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের বড় মাধ্যম।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

"হে দাউদ পরিবার! শুকরিয়া হিসেবে তোমরা নেক আমল করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই শুকরিয়া আদায়কারী রয়েছে।"সূরা সাবা: ১৩

শুকরিয়া আদায়ের অর্থ হল যে অনুগ্রহ করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

• পাঁচটি বিষয়ের উপর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সে গুলো হলঃ

এক. নেয়ামত দাতা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হওয়া।

দুই. নেয়ামত দাতা আল্লাহকে মহব্বত করা।

তিন. নেয়ামতকে মনে প্রাণে গ্রহণ ও স্বীকার করা।

চার. মুখ দ্বারা নেয়ামত দাতা আল্লাহর প্রশংসা করা।

পাঁচ. নেয়ামতকে নেয়ামত দানকারী আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে ব্যবহার না করা বরং তাঁর সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করা।(মাদারেজুস সালেকীন)

মহররম

মাসে

Sisters'Forum

In Islam

করনীয়ঃ ২

২। সাওমঃ আশুরার সাওমের ফযিলতঃ ১

আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলে: রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ রামাদানের পর সর্বোত্তম সাওম হল আল্লাহর প্রিয় মুহাররম মাসের সাওম। এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত।

সহিহ মুসলিম

আরবী আশারা অর্থ দশ।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে দেখতে পেলেন ইহুদিরা আশুরার দিন সাওম পালন করছে। নবীজী বললেন, এটি কি? তারা বলল, এটি একটি ভাল দিন। এ দিনে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে তাদের দুশমনের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মুসা আ. সাওম পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ স.বললেন, মুসাকে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অত:পর তিনি সাওম রেখেছেন এবং সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।সহিহ আল বুখারি:১৮৬৫

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশুরার সাওম পালন করত এবং রসূলুল্লাহ স. ও সাওম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন তখন তিনি এ সাওম পালন করলেন ও অন্যদের পালন করতে আদেশ দিলেন। যখন রামাদান মাসের সাওম ফরয হল তখন তিনি আশুরার সাওম সম্পর্কে বললেনঃ যার ইচ্ছা আশুরার সাওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা ছেড়ে দিবে। বুখারী ও মুসলিম

আশুরার সাওমের ফযিলতঃ ২

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাওম রাখার জন্য এত অধিক আগ্রহী হতে দেখিনি যত দেখেছি এই আশুরার দিন এবং এই মাস অর্থাৎ রামাদান মাসের সাওমের প্রতি। সহিহ আল বুখারি:১৮৬৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
আশুরার দিনের সাওমের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। সহিহ মুসলিম:১৯৭৬

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,
অর্থাৎ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার সাওম রাখলেন এবং (অন্যদেরকে) সাওম রাখার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটিতো এমন দিন, যাকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বড় জ্ঞান করে, সম্মান জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী বছর এদিন আসলে, আমরা নবম দিনও সাওম রাখব ইনশাল্লাহ। বর্ণনাকারী বলছেন, আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গিয়েছে। সহিহ মুসলিম:১৯১৪৬

আশুরার সাওমের ফযিলতঃ ৩

ইমাম শাফে'ঈ ও তার সাথীবৃন্দ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক প্রমুখ বলেছেন, আশুরার সাওমের ক্ষেত্রে দশম ও নবম উভয় দিনের সাওম-ই মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ তারিখ সাওম রেখেছেন এবং নয় তারিখ সাওম রাখার নিয়ত করেছেন।

এর-ই ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, আশুরার সাওমের কয়েকটি স্তর রয়েছে: সর্ব নিম্ন হচ্ছে কেবল দশ তারিখের সাওম রাখা। এরচেয়ে উচ্চ পর্যায় হচ্ছে তার সাথে নয় তারিখের সাওম পালন করা। এমনিভাবে মুহররম মাসে সাওমের সংখ্যা যত বেশি হবে মর্যাদা ও ফযীলতও ততই বাড়তে থাকবে।

তাসু'আর(৯ইমহররম) সাওম মুস্তাহাব হবার হিকমতঃ

ইমাম নাওয়াবী রহ. বলেন, তাসু'আ তথা মুহররমের নয় তারিখ সাওম মুস্তাহাব হবার হিকমত ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন,

এক. এর উদ্দেশ্য হলো, ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করা। কারণ তারা কেবল একটি অর্থাৎ দশ তারিখ সাওম রাখত।

দুই. আশুরার দিনে কেবলমাত্র একটি সাওম পালনের অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে তার সাথে অন্য একটি সাওমের মাধ্যমে সংযোগ সৃষ্টি করা। যেমনিকরে এককভাবে জুমু'আর দিন সাওম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি আল্লামা খাত্তাবী ও অন্যান্যদের মত।

তিন. দশ তারিখের সাওমের ক্ষেত্রে চন্দ্র গণনায় ত্রুটি হয়ে ভুলে পতিত হবার আশংকা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। হতে পারে গণনায় নয় তারিখ কিন্তু বাস্তবে তা দশ তারিখ।

এর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী তাৎপর্য হচ্ছে, আহলে কিতাবের বিরোধিতা করা। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আশুরা প্রসঙ্গে বলেছেন, " لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ সাওম রাখব"।

আল-ফতোয়াল কোবরা, খণ্ড ৬

মহররম মাসে আরো করনীয়ঃ

১। নিজের ও অন্যের উপর যুলুম করা থেকে বিরত থাকা

২। ফরয ওয়াজিব ইহসানের সাথে পালন করা

৩। তাওবা ইস্তিগফারে অন্তরকে জাগ্রত রাখা

৪। রবের স্মরনে যিকরে অভ্যস্থ হওয়া

৫। দান সাদাকা করা

৬। অন্যের কল্যানে সদা প্রস্তুত থাকা

৭। মিথ্যার কাছে মাথা নত না করা, সত্য ও সত্য সাক্ষীর উপর অটল থাকা।

৮। হক কথা প্রচার করা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টায় থাকা।

Sisters'Forum In Islam

Sisters'Forum

In Islam

জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়। তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন "মুসলিম" এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটিই) যাতে রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর। কাজেই নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি।

আল হাজ্জঃ ৭৮

জিহাদের পারিভাষিক অর্থঃ

বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন: কাফেরদের সাথে সংগ্রাম করতে গিয়ে শক্তি ক্ষয় করা। এর (জিহাদ শব্দ) দ্বারা নিজের প্রবৃত্তি, শয়তান এবং দুরাচার সকলের সাথে সংগ্রাম করাকেও বুঝায়।

এখানে প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ বলতে দ্বীন শিক্ষাগ্রহণ করা, শিক্ষাদান করা ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা, শয়তানের সাথে সংগ্রাম বলতে তার আনীত সংশয় ও অযাচিত লোভ লালসা প্রতিরোধ করাকে বুঝায়। আর কাফেরের সাথে জিহাদ হাত (শক্তি প্রয়োগ), সম্পদ, কথা কিংবা অন্তর যে কোনটার মাধ্যমেই হতে পারে। এছাড়া দুরাচারীদের সাথে জিহাদ হাত দ্বারা(শক্তি প্রয়োগ) অতঃপর জবান তারপর অন্তর দ্বারা হতে পারে। (ফাতহুল বারী: জিহাদ ও সিয়ার অধ্যায়)

ইমাম জুরজানী (রহঃ) বলেন: জিহাদ হল-সত্য দ্বীন তথা ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করা। (আত-তা'রীফাত)

আল্লামা কাসানী (রহঃ) বলেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ হল- প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা কিংবা কোন কাজে সফল হওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুখের কথা, সম্পদ ও জীবন ইত্যাদি ক্ষয় করে সফলতার মানদন্ডে পৌছার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার নামই জিহাদ। (আল বাদায়েউস সানায়ে)

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।
আল-আহযাব: ২১

জাযাকুমুল্লাহি খাইরান

Sisters'Forum In Islam

আর রাসূল তোমাদের জন্য যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।
সূরা হাশর: ৭